যুগান্তর

তারিখ 29 MAR 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

সরকারি স্বীকৃতি মিলছে কওমি শিক্ষা সনদের

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তিন ঘণ্টা রুদ্ধদ্বার বৈঠক

মুসতাক আহমদ

অবশেষে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা সনদের সরকারি স্বীকৃতি মিলছে। মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আলেমদের নিয়ে রুদ্ধদ্বার দীর্ঘ বৈঠকে এ বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে। দাফতরিক কাজ ও অন্যান্য আলোচনা প্রক্রিয়া শেষে খুব শিগগিরই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সংক্রান্ত ঘোষণা দেবেন। বৈঠক সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি যুগান্তরকে বলেন, 'কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার বিষয়ে আলোচনার জন্য আমরা বিশিষ্ট

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৩

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

আলেমদের নিয়ে বসেছিলাম। খোলামেলাভাবে অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। অনেক বিষয়ে আমরা একমত হয়েছি।' এর বেশি কিছু বলতে অপারগতা জানান তিনি।

তবে বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, উভয় পক্ষের সমঝোতা অনুযায়ী কওমি সনদের স্বীকৃতির জন্য বোর্ডের মতো একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ গঠিত হবে। সেটির অধীনে আপাতত দুই বিষয়ে মাস্টার্সের সনদ দেয়া হবে। তা হচ্ছে— ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবি। এছাড়া মেশকাত শরিফ পর্যন্ত (স্নাতক সমমান) লেখাপড়া, কারিকুলাম তৈরি, পরীক্ষাসহ অন্যান্য বিষয় নিয়ন্ত্রণ করবে বেফাকসহ ৬টি শিক্ষা বোর্ড। বিদ্যমান দু'ডজনের বেশি আঞ্চলিক কেন্দ্রের কি হবে সেটা আলেমরা নির্ধারণ করবেন।

বৈঠকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুই বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসাইন ও মো. আলমগীর, প্রধানমন্ত্রীর সামরিক সচিব মেজর জেনারেল জয়নাল আবেদীনসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বেলা আড়াইটা থেকে প্রায় তিন ঘণ্টা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে কওমি মাদ্রাসার আলেমদের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন শোলাকিয়া ঈদগাহের ইমাম মাওলানা ফরিদউদ্দিন মাসউদ। হেফাজতে ইসলামের আমীর আল্লামা শাহ আহমদ শফীর প্রতিনিধি তার ছেলে মাওলানা আনাস, আল্লামা আজিজুল হকের (মরহুম) ছেলে মাওলানা মাহফুজসহ ৯ আলেম উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া আওয়ামী লীগের ধর্মবিষয়ক সম্পাদক শেখ মো. আবদুল্লাহও বৈঠকে ছিলেন।

জানতে চাইলে মাওলানা ফরিদউদ্দিন মাসউদ যুগান্তরকে বলেন, অত্যন্ত ফলপ্রসূ, আনন্দঘন ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। এতে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা মাস্টার্সের সনদের ব্যাপারে আমরা সবাই একমত হয়েছি। এখন শুধু ঘোষণার অপেক্ষা করছি। তিন ঘণ্টা কি আলোচনা হল? জবাবে তিনি বলেন, অনেক আনন্দ, বেদনা, দুঃখ প্রকাশ আর ধন্যবাদ জ্ঞাপন হয়েছে।

বৈঠক সূত্র জানায়, প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় বোর্ড বা সংস্থার নাম বৈঠকে ঠিক হয়নি। আলেমরা বসে নাম নির্ধারণ করবেন। বৈঠকের বিষয়ে জানাতে দু'এক দিনের মধ্যে ৯ জন প্রতিনিধি হেফাজতে ইসলামের আমীরের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন। এরপর তারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। এ প্রক্রিয়ায় পুরো বিষয় চূড়ান্ত হলে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলেমদের আরেকটি বৈঠক হবে। ওই দিনই সনদের স্বীকৃতির বিষয়ে ঘোষণা আসতে পারে।

কত দিনের মধ্যে এসব প্রক্রিয়া শেষ হবে? জবাবে মন্ত্রণালয়ের একজন নীতিনির্ধারক যুগান্তরকে বলেন, এটা নির্ভর করছে আলোচনা দ্রুততার ওপর। তবে আমরা আশা করছি, এক সপ্তাহের মধ্যেই কাজটি শেষ করা সম্ভব। আমরা কওমি শিক্ষার্থীদের সনদের স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত। এ ব্যাপারে মাওলানা ফরিদউদ্দিন মাসউদ বলেন, 'অচিরেই ঘোষণা আসতে পারে বলে আমাদের মনে হয়েছে। তবে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার পর এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নেবে।'

সারা দেশে প্রায় ২০ হাজার কওমি মাদ্রাসা আছে। এসব প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১৮ লাখ শিক্ষার্থী লেখাপড়া করে। কওমি শিক্ষার ওপর যুগান্তর গত বছরের ২৭ সেপ্টেম্বর একাধিক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনসহ বিশেষ আয়োজন করে। ওইসব প্রতিবেদন আমলে নিয়ে ওই দিনই সরকার কওমি সনদের স্বীকৃতির বিষয়ে কমিটি গঠন করে। পরে এ ব্যাপারে সুপারিশ দিতে আরেকটি কমিটি গঠন করা হয়।

ব্যক্তি উদ্যোগে গড়ে ওঠা স্কুল-কলেজের মতোই সারা দেশে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এসব কওমি মাদ্রাসা গড়ে উঠছে। কয়েক বছর আগে বেফাক নিয়ন্ত্রিত কিছু মাদ্রাসায় অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস ও গণিতসহ কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। এর বাইরে এ শিক্ষার পাঠ্যক্রমে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি। আধুনিক শিক্ষাধারা থেকে বঞ্চিত এর শিক্ষার্থীরা।

অতীতে সরকারের পক্ষ থেকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য নানা উদ্যোগ নেয়ার পরও তা সম্ভব হয়নি। সর্বশেষ বর্তমান সরকার ২০১২ সালে এ লক্ষ্যে ১৭ সদস্যের একটি কমিশন গঠন করে দিয়েছিল। বেফাকের চেয়ারম্যান (হেফাজতে ইসলামের আমীর) ও হাটহাজারী মাদ্রাসার মহাপরিচালক আল্লামা শাহ আহমদ শফীকে চেয়ারম্যান করে গঠিত এ কমিশন প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাদের রিপোর্ট পেশ করে। কমিশনের পক্ষ থেকে কওমি শিক্ষানীতি তৈরি করে দেয়া হয়েছিল। কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার এ সংক্রান্ত একটি আইনের খসড়াও তৈরি করেছিল। কিন্তু সে উদ্যোগ আর এগোয়নি। অথচ কঠোর অধ্যবসায় ও পরিশ্রম করে এসব মাদ্রাসা থেকে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা নিচ্ছে। কিন্তু সনদের স্বীকৃতি না থাকায় সরকারি চাকরিতে তাদের সুযোগ নেই। আরবি শিক্ষিত স্নাতকদের সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপক চাহিদা আছে। স্বীকৃতির অভাবে সেখানেও কাঙ্ক্ষিত চাকরিবঞ্চিত হচ্ছেন তারা।